মাসকলাইয়ের বিস্তারিত চাষ পদ্ধতি

ফসলের জাত পরিচিত

খরিফ- ১

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বিনা মাস-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

জাতের ধরণ : উফশী

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫ কেজি

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.০ - ১.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-১=মধ্য-ফাল্গুন থেকে ৩০ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মধ্য-মার্চ)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : দিবস নিরপেক্ষ।পাকা ফলের রং কালো, ফলের গায়ে শুং আছে। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৭ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬-১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-১=মধ্য-ফাল্গুন থেকে ৩০ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মধ্য-মার্চ)।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-১ মৌসুমে মধ্য বৈশাখ (মে মাসের শেষ)।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৩২-৩৬ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : দিবস নিরপেক্ষ। পাকা ফলের রং কালচে, ফল খাড়া, ফলের গায়ে শুং আছে।রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৫ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫-১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-১=মধ্য-ফাল্গুন থেকে ৩০ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মধ্য-মার্।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-১ মৌসুমে মধ্য বৈশাখ (মে মাসের শেষ)।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে বাদামি

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : দিবস নিরপেক্ষ। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৩%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৪-১.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-১=মধ্য-ফাল্গুন থেকে ৩০ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মধ্য-মার্চ)।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-১ মৌসুমে মধ্য বৈশাখ (মে মাসের শেষ)।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খরিফ-২

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বিনা মাস-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮০-৮৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.০-১.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-২ মৌসুমে ১ ভাদ্র থেকে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের ১৫-৩১)।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-২ মৌসুমে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাসের শেষ) মাসে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দিবস নিরপেক্ষ। পাকা ফলের রং কালো, ফলের গায়ে শুং আছে। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৭ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬-১.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-২ মৌসুমে ১ ভাদ্র থেকে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের ১৫-৩১)। তবে মধ্য-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-২ মৌসুমে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাসের শেষ) মাসে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৩২-৩৪ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : দিবস নিরপেক্ষ। পাকা ফলের রং কালচে, ফল খাড়া, ফলের গায়ে শুং আছে।রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৫ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫-১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-২ মৌসুমে ১ ভাদ্র থেকে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের ১৫-৩১)। তবে মধ্য-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-২ মৌসুমে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাসের শেষ) মাসে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

জাতের নাম : বারি মাস-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭০-৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং কালচে বাদামি। বীজের ওজন ৩২-৩৪ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : দিবস নিরপেক্ষ। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৩%।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩.৫ - ৪.৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৫-১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৪০ গ্রাম - ১৬০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় : খরিফ-২ মৌসুমে ১ ভাদ্র থেকে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের ১৫-৩১)। তবে মধ্য-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যায়।

ফসল তোলার সময় : খরিফ-২ মৌসুমে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাসের শেষ) মাসে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : হলদে মোজাইক ভাইরাস

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টি মান

ফসল : মাসকলাই

পুষ্টিমান :

মাসকলাই ডাল সহজে হজম হয় এবং এতে প্রচুর আমিষ রয়েছে। মাসকলাই ডালের পুষ্টিগুন নানাবিধ। যেমন, খনিজ পদার্থ ৩.২ গ্রাম , আঁশ ০.৯ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩৪৭ কিলোক্যালোরি, আমিষ ২৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৫৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ৯.১ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৩৮ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.৩৭ মিলিগ্রাম ও শর্করা ৫৯.৬ গ্রাম ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

ফসল : মাসকলাই

বর্ণনা : ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।

ভাল বীজ নির্বাচন :

উচ্চফলনশীল জাতের বীজ বিশ্বস্থ বীজ বিক্রেতার নিকট হতে বায়ু নিরোধ প্যাকেট এ রক্ষিত বীজ ক্রয় করতে হবে।

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ শোধোন ও জমি শোধোন করে নিতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : নিয়মিত দেখাশুনা করা ও রোগের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন/রোপণ পদ্ধতি

ফসল : মাসকলাই

বর্ণনা : ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের আগে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। চারা বড় হলে সেচ না দেয়াই ভালো।

চাষপদ্ধতি :

ছিটিয়ে অথবা লাইনে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা যায়। লাইনে বপনের ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে। বীজ বপনের আগে বীজ শোধোন ও জমি শোধোন করে নিতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

ফসল : মাসকলাই

মৃত্তিকা : পানি জমে না এমন মাঝারি উঁচু জমি এবং বেলে দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা : মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

প্রতি হেক্টরে ইউরিয়াঃ ৪০-৫০ কেজি।

টিএসপি/ডিএপিঃ ৮৫-৯৫ কেজি।

এমওপিঃ ৪০-৫০ কেজি।শেষ চাষের সময় সমুদয় সার প্রয়োগ করুন।প্রতি কেজি ডিএপি ব্যবহারে ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া কম দিন। অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের জন্য সুপারিশ মোতাবেক নির্দিষ্ট অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫০ গ্রাম হারে অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইনোকুলাম সার ব্যবহার করলে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করবেন না। অবস্থা ভেদে সারের মাত্রা কম বেশি করুন।

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	২০-৪০ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	১.২ কেজি	৩০০ কেজি
টিএসপি	১.১ কেজি	২৭০ কেজি
পটাশ	১ কেজি	২৩০ কেজি
জিপসাম	৫০০ গ্রাম	১১০ কেজি
দস্তা	১০০ গ্রাম	২.৫ কেজি

প্রতি শতকে ৩৫ কেজি পচা গোবোর অথবা কম্পোস্ট সার, ইউরিয়া ১৪০ গ্রাম, ডিএপি ৩৫০ গ্রাম এবং এমপি ১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুজীব সার দিলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

ফসল : মাসকলাই

বর্ণনা : জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা : খরিফ মৌসুমে বীজ বপনের আগে খরা হলে সেচ দিয়ে জমিতে জো আসার পর বীজ বপন করতে হবে। জমি একেবারেই শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিয়ে নিড়ানি দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে নাহ, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

খরার সম্ভাবনা থাকলে সম্পূরক সেচের জন্য জমির পাশে মিনি পুকুর করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবনাক্ততা পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনা কলা কৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

ফসল : মাসকলাই

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । খরা সইতে পারে । এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয় । মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে থাকে বা ছায়াতে এর বিচরণ ।

আগাছার ধরন : ঘাস জাতীয়

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই ।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মাসকলাই

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে । জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ হয় ।

আগাছার ধরন : ঘাস জাতীয়

প্রতিকারের উপায় : জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন । জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মাসকলাই

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

আগাছার ধরন : গুল্ম জাতীয়

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ফসল : মাসকলাই

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : এপ্রিল

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : সেচ নালা, সেচ যন্ত্র প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : ঝর্না দিয়ে সেচ দিন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

প্রস্তুতি : সারিতে বুনুন, যাতে জমিতে সেচের নালা তৈরি করে রাখুন। বাড়তি ফসল তুলে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : মাসকলাই

বাংলা মাসের নাম : জ্যৈষ্ঠ

ইংরেজি মাসের নাম : মে

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি জনিত জলাদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরির প্রস্তুতি রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

প্রস্তুতি : জলাদ্ধতা অসহনীয় বিধায় নালা তৈরির ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসলের পোকামাকড়

ফসল : মাসকলাই

পোকার নাম : শুসরী পোকা (গুদামজাত পোকা)

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা খুব ছোট আকারের। সাদা রঙের তবে মুখটা বাদামী রঙের হয়। সংরক্ষন করা ডালে আক্রমন করে।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা ডালের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। এর আক্রমণে ডালের দানার ওজন কমে যায়, খাওয়া যায় নাহ এবং বীজ থেকে চারাও হয়না।

আক্রমণের পর্যায় : বীজ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে এই পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : গুদামজাত করার আগে দানা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। শুকানোর পর দাঁত দিয়ে কাটলে যদি কট্ করে শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভালোভাবে শুকানো হয়েছে। বেশিদিনের জন্য সংরক্ষন করলে মাঝে ২/৩ বার কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

অন্যান্য : অল্প পরিমান বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রায় আধা মুখ (৩ মিলিলিটার) নিমের তেল বীজের সাথে মিশালে প্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া শুকনো নিমপাতা দিয়ে বীজ শুকিয়ে সংরক্ষন করা যায়

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। কীড়া বড় হয়ে সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য :

মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

পোকার নাম : কান্ডের মাছি

পোকা চেনার উপায় : এ পোকা দেখতে খুবই ছোট (প্রায় ৩ মিলিমিটার)। আকারে সাধারণ মাছির চারভাগের একভাগ। লাল রঙের চোখযুক্ত উজ্জ্বল কালো রঙের মাছি।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কান্ড ও উপরের পাতাগুলো হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে চারা গাছ মরে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত জমিতে কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক (যেমন-মার্শাল বা সানসালফান ২০ মিলিলিটার/ ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ থেকে চারা গজানোর ৩, ৭, ১৪, ২১ দিনের মধ্যে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। বিশেষ করে প্রথম ৩টি স্প্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

ফেরোস্যাল ট্র্যাপ ব্যবহার কড়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

পোকার নাম : সাদা মাছি

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মাসকলাই

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১ মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসলের রোগ

ফসল : মাসকলাই

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা : বীজ শোধন করতে হবে provex দিয়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

ফসল : মাসকলাই

রোগের নাম : হলদে মোজাইক ভাইরাস

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলদে-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রমন বেশি হলে পুরো পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে। ফুল ও ফল কম ধরে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার। নিয়মিত জমি পরিদরশন। আক্রান্ত গাছ বাছাই কালে রোগাক্রান্ত গাছের কোন অংশ যাতে ভাল গাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে তা খেয়াল রাখা

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। সাদা মাছি আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্কলন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

ফসল : মাসকলাই

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতার উপরে পাউডারের মত আবরণ পড়ে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বিষটোপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি : আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সম্ভব হলে আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমি শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

অন্যান্য : রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা। আগাম বীজ বপন করা ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঞ্জাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

ফসল : মাসকলাই

রোগের নাম : পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ছোট ছোট লালচে বাদামি বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। রোগ সহনশীল জাত চাষ করতে হবে।

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঞ্জাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল : মাসকলাই

ফসল তোলা : খরিফ-১ মৌসুমে মধ্য বৈশাখ (মে মাসের প্রথম) এবং খরিফ-২ মৌসুমে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাসের শেষ) পাতা শুকিয়ে আসে। ফল পুষ্ট হলে ধূসর (৬০-৭০ দিন) রং হলে কাস্তে দিয়ে মাটি বরাবর কেটে নিন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

খোলা/ উঠানে রোদে শুকিয়ে নিন। ফল ফেটে এলে লাঠি/ গরু দিয়ে মাড়াই করুন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

শুকানোর পর বীজ ঝাড়াই বাছাই করে নিন। প্রয়োজনে জাঁতা/মেশিনে ভেঙ্গে ডাল করে নিন। কখনো কখনো ভেজে/টেলে আধা ভাঙ্গা/গুড়া করে, যা নানান খবারের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেব।

সংরক্ষণ : দানা, ডাল বা ডালের ভাঙ্গা/গুড়া প্লাস্টিকের ড্রাম/পলিথিন ব্যাগ/পূর্ণ করে বায়ুরোধী করে ভরে রাখুন। লেভেল বে চিহ্ন দিয়ে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এ আই এস), ১২/০২/২০১৮।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

ফসল : মাসকলাই

বীজ উৎপাদন :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। মাটির মটকা বা কলসে বীজ রাখলে গায়ে দু'বার আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পুরো পাত্রটি বীজ দিয়ে ভরে রাখতে হবে। যদি বীজে পাত্র না ভরে তাহলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। এবার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন পাত্রের তলা মাটির সংস্পর্শে না আসে। টন প্রতি ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালি পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোলাজাত করলে পোকার আক্রমণ হয় না। বীজের ক্ষেত্রে ন্যাপথালিন বল ব্যবহার করা যায় তবে অবশ্যই বীজ প্লাস্টিক ড্রামে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি বীজের বস্তার মধ্যে একটি অ্যালুমিনিয়াম ফস্ফাইড জাতীয় ট্যাবলেট যেমন ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে বস্তার মুখ বন্ধ করে রেখে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে অনেকদিন রক্ষা পাওয়া যায়। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

কৃষি উপকরণ

ফসল : মাসকলাই

বীজপ্রাপ্তি স্থান : ১। সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার ২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।
সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান : বিএডিসি ও সরকার অনুমোদিত সার ও বালাইনাশক ডিলার। নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : কোদাল, সেচ পাম্প

ফসল : মাসকলাই

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত

যন্ত্রের উপকারিতা : শ্রম সাশ্রয়ী

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সহজ প্রাপ্য ও সাশ্রয়ী

রক্ষণাবেক্ষণ : যন্ত্রপাতি পরিস্কার রাখা

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

বাজারজাতকরণ

ফসল : মাসকলাই

বর্ণনা : নিকটতম স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করার সুযোগ নেয়া যেতে পারে

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা/ ভ্যান

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান

প্রথাগত বাজারজাত করণ : স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।